সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

হাদিস নাম্বারঃ ১৬৫১ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭৫৫]

৬। মুসাফিরদের সালাত ও তার কসর (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)

পরিচ্ছেদঃ ২১. যে ব্যক্তি এ আশঙ্কা করে যে, সে শেষ রাত্রে (ঘুম থেকে) জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথম অংশেই তা আদায় করে নেয়

باب مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

আরবী

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ " . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَحْضُورَةٌ .

বাংলা

১৬৫১-(১৬২/৭৫৫) আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে কারো আশঙ্কা হলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই (ইশার সালাতের পর) বিতর আদায় করে নেয়। আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী থাকে (অর্থাৎ শেষ রাতে জগতে পারবে বলে নিশ্চিত হতে পারে) তাহলে সে যেন শেষভাগে বিতর আদায় করে নেয়। কেননা শেষ রাতের সালাতে (মালাকগণের) উপস্থিতি থাকে। আর এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। হাদীসটি বর্ণনাকারীর আবূ মু'আবিয়াহ مَشْهُودَةٌ শব্দের পরিবর্তে مَحْضُورَةٌ শব্দ উল্লেখ করেছেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৬৩৬ ইসলামীক সেন্টার ১৬৪৩)

English

Jabir reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:
If anyone is afraid that he may not get up in the latter part of the night, he should observe Witr in the first part of it; and if anyone is eager to get up in the last part of it, he should observe Witr at the end of the night, for prayer at the end of the night is witnessed (by the angels) and that is preferable.

হাদিসের শিক্ষা

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। এই হাদীসটির বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা এটা প্রতিমান হয় যে, যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে উঠতে পারবে, সে ব্যক্তির জন্য শেষ রাত্রেই বেতরের নামাজ পড়া বেশি উত্তম। আর যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না, সে ব্যক্তির জন্য প্রথম রাত্রেই বেতরের নামাজ পড়া বেশি উত্তম।

২। যে ব্যক্তি প্রথম রাত্রেই বেতরের নামাজ পড়েছে। অতঃপর সে যদি আবার শেষ রাত্রে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে, তাহলে সে নিজের ইচ্ছা মত যত পারবে দুই দুই রাকাআত করে নামাজ পড়বে। আর শেষ রাত্রে বেতরের নামাজ পুনরায় পড়ার দরকার নেই।

৩। বেতরের নামাজের সময় হলো, এশার নামাজ পড়ে নেওয়ার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। যেহেতু আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "ফজর হওয়ার পূর্বে তোমরা বেতরের নামাজ পড়ে নিবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০ - (৭৫৪)]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন: "ফজর উদিত হয়ে গেলে রাতের সকল নামাজ এবং বেতর নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব তোমরা ফজরের পূর্বেই বেতরের নামাজ পড়ে নিবে"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৬৯, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=48406

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন